তেমনি মূলাশ্রয়তত্ত্ব শ্রীভগবানের সত্তার অধীনসত্তারূপেই জীবের বিদ্যমানতা। অতএব পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রণব-ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছেন—"অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চ ততঃ পরম্। বেদত্রয়াত্মকং প্রোক্তং প্রণবং ব্রহ্মণঃ পদম্। অকারেণোচ্যতে বিষ্ণুঃ শ্রীরুকারেণ চোচ্যতে। মকারস্তু তয়োর্দাসঃ পঞ্চবিংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ প্রণবব্যাখ্যার শেষেও "ভগবচ্ছেষরূপোঽসৌ মকারাখ্যঃ সচেতনঃ।" ব্যাখ্যা যথা—প্রণবটি ব্রহ্মেরই অধিষ্ঠান অর্থাৎ প্রণব অবলম্বনেই ব্রহ্মস্বরূপেই অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই প্রণবই সাম, ঋক্, যজুঃ—এই তিনবেদের আত্মাস্বরূপ। প্রণবে অকার উকার এবং মকার এই তিনটি অক্ষর আছে। তন্মধ্যে অকারের অর্থ শ্রীবিষ্ণু, উকারের অর্থ শ্রীলক্ষ্মী, মকারের অর্থ সেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যসেবক জীব; সেই জীবই ভগবানের অংশ অণুচৈতন্যস্বরূপ। কেহ কেহ উকারটি অবধারণবাচী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং শ্রীলক্ষ্মীকেও শ্রীনারায়ণের পক্ষপাতী বলিয়া অকার শব্দের দ্বারাই উল্লেখ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ লক্ষ্মী যখন শ্রীনারায়ণেরই স্বরূপশক্তি, তখন শক্তি ও শক্তিমানের কোনও ভেদ না থাকায়, অকার শব্দে উল্লিখিত শ্রীবিষ্ণু অর্থ করাতে শ্রীলক্ষ্মীকে স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিবার কোন প্রয়োজন থাকে না।

অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তিভিন্ন সত্তা অসম্ভব, তেমনি শ্রীনারায়ণেরও স্বরূপশক্তি শ্রীলক্ষ্মী ভিন্ন থাকা অসম্ভব। এই অভিপ্রায়ে "ভাস্করস্য প্রভা যদ্বৎ তস্য নিত্যানপায়িনী"—সূর্য্যের জ্যোতি যেমন সূর্য্যকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্রভাবে থাকে না, সূর্য্যের সহিত ঐ জ্যোতির নিত্য-সমবায়সম্বন্ধ; তেমনি লক্ষ্মী শ্রীনারায়ণকে ছাড়িয়া স্বতন্ত্ররূপে থাকেন না। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণে নিত্য-সমবায়সম্বন্ধ। অতএব, শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রণবই মহাকাব্য এবং প্রণবের অর্থ-ই তাঁহাদিগের পরম উপযোগী। যে প্রকার প্রণবের ব্যাখ্যাটি করা হইয়াছে, সেই প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র ব্যাখ্যাতেও (ওঁ নমো নারায়ণায়) জীবস্বরূপটিকে ভগবানের দাসরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

শ্রীমতে বিষ্ণবে তস্মৈ দাস্যং সর্ব্বং করোম্যহম্।
দেশকালাদ্যবস্থাসু সর্ব্বাসু কমলাপতেঃ॥
ইতি স্বরূপসংসিদ্ধং মুখ্যং দাস্যমবাপ্নুয়াৎ।
এবং বিদিত্বা মন্ত্রার্থং তদ্বৃত্তিং সম্যগাচরেৎ॥
দাসভূতমিদং তস্য জগৎস্থাবরজঙ্গমং।
শ্রীমন্নারায়ণঃ স্বামী জগতাং প্রভুরীশ্বরঃ॥